দৈনিক বাংলা

136

তারিখ ... 10 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

এক বিদ্যালয়—এক শিক্ষক

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫৩০। সরকারী বিদ্যালয়টি এভাবেই চলছে ছ'বছর ধরে। কোন হেরফের হয়নি। শেষ দু'নম্বর শিক্ষক অবসর নিয়েছেন বছর ছয়েক আগে। তারপর কেউ আসেননি তার শূন্যপদে। কেন আসেননি সে প্রশ্নের জবাব যাদের দেবার তারা আদৌ গা করেননি বা করছেন না। রাজশাহী জেলার নাচোল থানার ডিমকইলের এই ঘটনার দিকে হয়ত কারো নজর পড়েনি। যদিও থানা এবং জেলায় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আছেন বহাল তবিয়তে। হয়তবা প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়েই। গ্রামে না গেলে বা না থাকলে এই শিক্ষা অফিসারদের ক্ষমতা বোঝা দায়।

খবরটি দৈনিক বাংলার সোমবারের। এ খবরের পর কাউকে জবাবদিহি করার জন্য না ডেকে ঐ শিক্ষকের খোঁজ নেয়াই যথার্থ। কারণ জানা দরকার, কিভাবে চলছে ঐ বিদ্যালয়টি বা কিভাবে চালাচ্ছেন তিনি। দৈনিক বাংলার খবরে বলা হয়েছে ঃ একটি শ্রেণীতে কিছু লিখতে দিয়ে তিনি অন্য শ্রেণীতে যান। তবে থানা বা জেলা কর্তৃপক্ষ তলব করলে গরহাজির হতে হয় বিদ্যালয়ে। সেদিন বিদ্যালয়টি চলে নিজের নিয়মে। এবং সহজেই বোধগম্য যে, শিক্ষাদান কোন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বা দায়িত্ব হয়ে থাকলে তার কোনটিই হচ্ছে না ঐ বিদ্যালয়ে।

কিন্তু কেন হচ্ছে না। এমনটিত হবারও কথা নয়। দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এগুলো তদারক করার জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ আছে। এমনকি বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও প্রকল্প খাত হতে মাসে ৫শ' টাকা করে দেয়া হচ্ছে। এ সকল বিদ্যালয়েও গড়ে ৪/৫ জন শিক্ষক আছেন। এদের হিসাব-নিকাশও আছে থানা শিক্ষা দফতরে। সে হিসাবে রাজশাহীর ডিমকইলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর নেই- তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য।

বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই রাজশাহী জেলা এবং নাচোল থানা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। কারণ শিক্ষা নিয়ে অনেক কারচুপি হচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। অনেক বিদ্যালয়ের খাতায় শিক্ষকের নাম আছে, বেতন আছে মাসে মাসে। শুধু ঐ নামের কোন শিক্ষকের অস্তিত্ব নেই ঐ বিদ্যালয়ে। অনেক বিদ্যালয়ের আবার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শিক্ষকের নাম এবং বেতনের হিসাব আছে যথাস্থানে। গ্রামবাংলায় শিক্ষা একটি ভাল ব্যবসা।